ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক আতিযার রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিকী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে কোটচাঁদপুরের পল্লীর ঘাঘা- জালালপুর সড়কে।

ভুক্তভোগী আবু বক্কর সিদ্দিক জানান,বুধবার রাত ৮ টার সময় অপরিচিত কয়েক জন ভ্যান ভাড়া করে ঘাঘা আশ্রমে যাবার জন্য। এরপর তাদের কথা মত ঘাঘা আশ্রমে পৌছায়। এরপর বলেন ঘাঘার দাস পাড়ার পাশে আমার আরো দুই জন মানুষ আসবে। তাদেরকে আনতে হবে চল। আমি আবার ভ্যান নিয়ে ঘাঘা দাস পাড়ার রাস্তায় যায়। কিছুদুর যাবার পর তারা আমার ভ্যানের চাবি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে চাবি কাড়িকাড়ি ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তারা আমার হাত পা বেধে ভ্যানটি নিয়ে চলে যান তারা। এরপর আমি হাটতে হাটতে ঘাঘা আশ্রমে ফিরে আসি। ওই সময় তালসার পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ওখানে ছিলেন। আমি ওনাকে বিষয়টি জানায়। তবে থানায় কোন অভিযোগ বা জিডি করা হয়নি। আবু বক্কর সিদ্দিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধপপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে পেশায় ছিলেন ভ্যান চালক।

অন্যদিকে একইভাবে ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের আতিয়ার রহমান।

মঙ্গলবার রাতে যাত্রী সেজে ভ্যান ভাড়া করে নিয়ে যায়। এরপর ঘাঘা দাসপাড়ার মাঠের রাস্তার নিয়ে গিয়ে চোখ মুখ বেধে ভ্যান ছিনিয়ে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

এদিকে একইস্থানে দুই দিনে দুইটি ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় ছিনতাই আতংক বিরাজ করছে ভ্যান চালকদের মধ্যে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, মঙ্গলবারের ঘটনায় থানায় একটা অভিযোগ হয়েছে। তবে বুধবারের ঘটনায় কোন অভিযোগ কেউ করেনি। এছাড়া ঘটনাটি আমার জানা নাই।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা বিএনপি।

বুধবার (৩১আগস্ট) বেলা ১২টায় শহরের এইচএসএস সড়কস্থ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত কাল মঙ্গলবার বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেতা কর্মীদের আসা এবং যাওয়ার পথে তাদের উপর দেশীয় অস্ত্র, লাঠি, রামদা, হকিস্টিক ও হাতুড়ি দিয়ে হামলা করা হয়েছে। ভাংচুর ও লুট করা হয়েছে বিএনপি নেতাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি ঘর। হামলায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২৭ জন গুরুতর আহত হয়ে ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, ঢাকা ও যশোরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি বলেন সমাবেশে আসা যাওয়ার পথে আ’লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এই হামলা চালায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলামগীর হোসেন আলম।

এছাড়াও বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী, আবু বক্কার সিদ্দিক,আসিফ ইকবাল মাখন, কামরুজ্জামান লিটন, আমিনুল ইসলাম লিটন, মহিলাদল নেত্রী অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান লিজি, তহুরা বেগম, যুবদল নেতা আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, মিজানুর রহমান সুজন, প্রভাষক কামাল হোসেন, মাহফুজুর রহমান ইপিআরসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে এমএ মজিদ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার বিকালে ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী হাইস্কুল মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন ও জেলার ৬টি উপজেলা থেকে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করে। তৃনমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা যাতে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য সরকার দলীয় লোকজন বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বিএনপির নেতাকমীদের উপর হামলা চালায়। হামলায় বিএনপি’র প্রায় ১০০ জনের অধিক নেতাকর্মী আহত হয়।

তিনি আরও বলেন এই হামলা হয়েছে ঝিনাইদহ সদর আসনের এমপির ইন্ধনে। এছাড়া সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে নিজেরা আগুন দিয়ে বিএনপি’র ১২ নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করেছে বলে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে হুসিয়ার উচ্চারণ করে বলা হয়, এভাবে যদি একের পর এক হামলা ও নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা করা হয় তাহলে প্রতিবাদ স্বরুপ বিএনপি ঝিনাইদহ জেলায় অবরোধ ও হরতালের মত কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, অসহনীয় লোডশেডিং, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, ভোলায় দলীয় দুই নেতা হত্যা ও যশোরে বিএনপি নেতাদের বাড়িতে হামলা ভাংচুরের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ সমাবেশের আয়োজন করেন জেলা বিএনপি। দুপুরের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে হাজির হয়।

এর আগে সমাবেশে আসার পথে বিভিন্ন স্থানে তাদের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা বাঁধা দেয়। আওয়ামী লীগের হামলায় অন্তত ২৫ জন আহত হয় বলে সমাবেশে অভিযোগ করা হয়।

বিকেলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামসুজ্জামান দুদু, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, দ্রুতই এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানো হবে। তাই নেতাকর্মীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

হরিণাকুন্ডুতে সাংবাদিক প্রতিপক্ষের হামলার শিকার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে দেশের কন্ঠ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি রাব্বুল হোসেন-কে পিটিয়ে আহত করেছে অন্ত্রধারী প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার একতারার মোড়ে অবস্থিত প্রেসক্লাবের অফিস কক্ষের সমনে অতর্কিতভাবে এই হামলার ঘটনা ঘটায় সন্ত্রাসীরা। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা।

আহত রাব্বুল হোসেন বর্তমানে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় আহত সাংবাদিক হরিণাকুন্ডু থানায় পাঁচজনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

হামলার খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ আক্তারুজ্জামান তড়ীৎ গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে কালো মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলে পালিয়ে যাওয়া হামলাকারীদের পিছনে ধাওয়া করেন।

আহত সাংবাদিক রাব্বুল হোসেন জানান, একটি নতুন প্রেসক্লাব গঠনকে করে কয়েকজন সন্ত্রাসী আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিল, মঙ্গলবার উপজেলার

আইজদ্দির মোড়ে আমার নতুন অফিসে কাজ করছিলাম এসময় ২নং জোড়াদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবু মিয়ার কালো গাড়িতে কতিপয় সন্ত্রাসী লোহার রড, ডাঁসা, বাঁশের লাঠি দিয়ে আমাকে হঠাৎ করেই মারধর করতে থাকে, এসময় ওসি সাহেব খবর পেয়ে সন্ত্রাসীদের পিছনে ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায় আর আমাকে উদ্ধার করে হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

আমি ৫জনকে চিনেছি বাকিরা অপরিচিত। তিনি আরও বলেন আমি ৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় এজাহার দায়ের করেছি। এই সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তিনি।

এব্যাপারে হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, সাংবাদিক রাব্বুলের উপরে প্রতিপক্ষের হামলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

অফিস পোড়ানোর প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আ’লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয় পোড়ানোর প্রতিবাদে ঝিনাইদহ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার দুপুরে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি পায়রা চত্বর থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পোষ্ট অফিস মোড়ে সমাবেশ করে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আহাদুর রহমান খোকন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সাধারণ

সম্পাদক আল ইমরানসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। উল্লেখ্য মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার ডাকবাংলা নারায়ণপুর ত্রিমোহনী বাজারে অবস্থিত ৩নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয় কে বা করা পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনার জন্য আ’লীগ বিএনপিকে দায়ী করে ঝিনাইদহ সদর থানায় ১০ জনের নামে অভিযোগ করেছে।

ঝিনাইদহে ভূয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট বিক্রির দায়ে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভূয়া ডিএমএফ (ডক্টর অব মেডিকেল ফ্যাকাল্টি) সার্টিফিকেট বিক্রি ও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার অভিযোগে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে শহরের ফয়লা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিক বিশ্বাস রাজীব কিশোর ভূয়া ডিএমএফ সার্টিফিকেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করছিল।

এমন অভিযোগ পেয়ে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ

সময় তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় পাল্টা - পাল্টি অভিযোগ ছাত্র /শিক্ষকদের

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ করেছেন থানায়।

এ ঘটনায় সোমবার সকালে দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেন থানা পুলিশ। এতে করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মারুফ হোসেন বলেন,গেল ১৯ আগষ্ট কলেজের সাইকেল শের্ড থেকে ঢেউটিন চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি অধ্যক্ষকে জানালে,তিনি ২ দিনের মধ্যে ব্যাবস্থা নিবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর তিনি ওই চোরদের সনাক্ত করে টিন উদ্ধার করে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের ছেড়ে দেন।

পরে এ বিষয়ে জানতে যায় কলেজের ছাত্র লীগ নেতা নয়ন,মানিক ও আমি। এ সময় কথা বলার একপর্যায়ে কলেজর শিক্ষক গোলাম মোস্তফা গালি দিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে,কলার চেপে ধরে মারপিট করেন।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় ওইদিনই কলেজর অধ্যক্ষ অনুতোষ কুমার ও গোলাম মোস্তফার নামে অভিযোগ করা হয় থানায়। এরপরও ওই টিন চোর ও স্যারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ২৮ আগষ্ট কলেজে মানববন্ধন করা হয়েছে।

২৯ তারিখ ছিল আমাদের ওই স্যারের অপসারন ও চোরের বিচারের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারক লিপি প্রদান ও বিক্ষোভ মিছিল। সোমবার সকালে ওই কর্মসুচী পালনের জন্য কলেজের সামনের আম গাছের নিচে জড়ো হতে থাকেন ছাত্র/ছাত্রীরা। এ সময় অধ্যক্ষ পুলিশে

খবর দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা মানিক ও নয়নকে বহিরাগত ছাত্র বলে ধরিয়ে দেন।
এ ঘটনায় ছাত্ররা ফুসে ওঠেন শিক্ষকদের উপর। শ্লোগান দিতে থাকেন কলেজ গেটে বাইরে। তাদের তিনটি দাবি পুরন না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছন ওই ছাত্রলীগ নেতা।

ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট মানব্ন্ধনের পর কলেজের শিক্ষকরা ছাত্রদের নামে পাল্টা অভিযোগ করেন। পরের দিন ২৯ আগষ্ট ২ জন ছাত্রকে কলেজ কাম্পাস থেকে গ্রেফতারও করান ও শিক্ষকরা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ অনুতোষ কুমার বলেন,বিষয়টি ছাত্রলীগ নেতারা আমাকে জানায়। এরপর আমি একটা কমিটি করে দিই ওই ঘটনায়। পরে টিন চোর সনাক্ত হয়। উদ্ধার করা হয় টিন। এ বিষয়ে তারা অনুতপ্ত হয়ে মাফ চাইলে, তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়। এরপর ছাত্রলীগ নেতা মারুফ সহ কয়েক জনের সেটা পর্যন্ত না হলে তারা কলেজের এক শিক্ষককে জড়িয়ে কুৎসা ছড়াতে থাকে। এ সময় তাদেরকে কথা বলার জন্য ডাকা হয়। তারা সবার সামনে আবারও খারাপ কথা বলতে থাকে। এ সময় শিক্ষক গোলাম মোস্তফা তাকে একটা থাপ্পড় মারে। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমার ও ওই স্যারের নামে থানায় অভিযোগ করেন। এ ছাড়াও মানববন্ধন ও করেন শিক্ষক গোলাম মোস্তফার অপসারনের জন্য। এ কারনে বাধ্য হয়ে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।

ছাত্র গ্রেফতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,সোমবার তারা আবারও কলেজে বিক্ষোভ করার জন্য ছাত্রদের ক্লাস থেকে ধরে নিয়ে আসছিল। এ কারনে আমি পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন জানান, চুরির ঘটনা না। ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিলের জন্য ক্লাস রুম থেকে ছাত্রদের জোর করে বের করে নিয়ে যাচ্চিল। এ সময় কলেজ অধ্যক্ষ তাদেরকে ধরে রেখে আমাদের খবর দিলে পুলিশ দুই জনকে থানায় নিয়ে এসেছে।

যাত্রী সেজে কোটচাঁদপুর থেকে ইজিবাইক চুরি

যাত্রী সেজে ইজিবাইক চুরি করল চোর চক্রের সদস্যরা। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ব্রীজঘাট মোড় এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী সোহেল রানা জানান, জীবননগর থেকে দুই জন যাত্রী ইজিবাইক ভাড়া করে কোটচাঁদপুর নিয়ে আসে।

এরপর স্থানীয় ব্রীজঘাট নামকস্থানে এসে ওই যাত্রীদের একজন বস্তা কিনতে আমাকে সঙ্গে করে পাশের দোকানে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষন পর আমি ইজিবাইকের কাছে এসে দেখি ইজিবাইক নাই। আর যাত্রী দুই জনও নাই।

এরপর আশেপাশে অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। পরে বুঝতে পারলাম ইজিবাইকটি চুরি হয়ে গেছে। ওই সময় আমি কোটচাঁদপুর থানায় এসে বিষয়টি জানায়। তারা আমাকে আরো একটু খোঁজ খুজি করতে বলেন।

এ সময় আমি ঘটনাস্থলের একটি দোকানের সিসিটিভিতে ইজিবাইক চুরির দৃশ্য দেখতে পায় তবে কাউকে চিনতে পারিনি। তিনি বলেন, আমার দুটি গরু ছিল, আর কিছু টাকা কিস্তি তুলে এ ইজিবাইকটি কিনি।

এখনও কিস্তির টাকাও পরিশোধ করতে পারিনি। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করবেন বলে তিনি বলেন। সোহেল রানা মহেশপুর উপজেলার তৈলকুপ গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক আব্দুল মতিন জানান, অভিযোগ করেনি। তবে মৌখিক ভাবে বলেছে। এখনও বাইরে খোঁজাখুজি করছেন।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য আহত

হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন

প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন ইউপি সদস্য ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম। শনিবার রাত ৮ টায় ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার দমদমা বাজারে। বর্তমানে সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে কয়েক দিন যাবৎ ওই এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তাপ চলছিল। এ ঘটনা এরই বহির প্রকাশ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুক্তভোগী ইউপি তাইজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান মিজানুর খানের পক্ষে কাজ না করায়, তাঁর লোকজন আমাকে মেরে আহত করেছেন।

তিনি বলেন,শনিবার রাত ৮ সময় স্থানীয় দমদমা বাজারে মশিয়ারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এ সময় ওই দোকানে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। সে এসে বলেন তুই নাকি আমাদের বিপক্ষে ভোট করছিস। এরমধ্যেই আরো ১০/১২ ওইস্থানে আসেন। ঘিরে ধরে আমাকে রড, হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে।

পরে স্থানীয় এসে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলেন। তারা আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ও বাধা সৃষ্টি করেন। পরে সার্কেল সাহেবের হস্তক্ষেপে আমি হাসপাতালে আসতে পারি। এ সময় ৮৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন, তারা ছিনিয়ে নেন বলে দাবি ইউপি সদস্যের। তাইজুল ইসলাম এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওর্য়াডের ইউপি সদস্য। এ ছাড়া তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সে উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান বলেন,সারা শরিরে কালো ফুলা দাগ রয়েছে। চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাতের এক্সরে করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে কি অবস্থা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, ওই সময় রাউন্ডে ছিলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তাইজুল নামের একজন বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে। এ

সময় কে মেরেছে জানতে চাইলে,বলেন,রাজিব,আক্তার,শিপলু সহ কয়েক জন মিলে মারপিট করেছে।

তিনি বলেন,জানতে পারলাম রবিবার একটা স্কুলের ম্যানেজিং কিমটির নির্বাচন রয়েছে। ওই নির্বাচন ঘিরে প্রতিপক্ষরা তাকে মারতে পারে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

ঝিনাইদহ ম্যাজিক জাল ও চায়না দোয়ারি ভস্মিভুত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিভিন্ন নদী ও খালে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম শাহিন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার সুমির নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে ঝিনাইদহ সদর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম সরোয়ার পরাগ ও ১৭ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১৭ টি টিমসহ মোট ১৯টি অভিযানিক দল গোটা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার মিটার দৈর্ঘ্য ১০৭টি চায়না দোয়ারি/ম্যাজিক জাল যার মূল্য ৭ লাখ টাকা ও ৭ টি অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদ করে। এ সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দকৃত ম্যাজিক জাল ও চায়না দোয়ারি আগুনে ভস্মিভুত করা হয়।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম সরোয়ার পরাগ মৎস্য বিভাগকে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভুমিসহ বাংলাদেশ পুলিশ এবং ১৭ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, জেলার মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে উপজেলা মৎস্য বিভাগ সম্ভব সব কিছু করবে।